ইউনিট ৪
শিখন পরিস্থিতির
গুরুত্ব

ইউনিট ৪ শিখন পরিস্থিতির গুরুত্ব
[Importance of Learning Environment]

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান উপাদানের একটি হল শিখন পরিবেশ বা শিখন পরিস্থিতি। শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণের বা শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিখন পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুশৃঙ্খল, হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করে তোলে। এই ইউনিটে শিখন পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য শিখন পরিস্থিতির কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কিভাবে শিখনকে সহায়তা করা যায়, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক সহপাঠীর দলকে কিভাবে পরিচালনা করবেন, কিভাবে শিক্ষক তার কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের জন্য শ্রেণীক্রক্ষে দলগঠন করবেন, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের দলীয় আন্তঃক্রিয়ার ধারা কেমন হয় ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটকে চারটি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে।

পাঠ - ৪.১ শিখনের উপাদানসমূহ
পাঠ - ৪.২ সহপাঠীর দলকে পরিচালনা করা
পাঠ - ৪.৩ শ্রেণীকক্ষে দল গঠন
পাঠ - ৪.৪ দলীয় আন্তঃক্রিয়ার ধারা

পাঠ ৪.১ শিখনের উপাদানসমূহ
[Resources for Learning]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিখন পরিস্থিতির উপাদানগুলো কি তা বলতে পারবেন।
- শিখন পরিস্থিতিতে মানবসম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মানবসম্পদের ভূমিকার সাথে শিক্ষকের সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবেন।

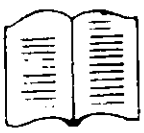

শিখন পরিস্থিতিতে তিনটি উপাদান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে (১) অর্থনৈতিক (২) ভৌত ও (৩) মানব সম্পদ। অর্থনৈতিক উপাদান বলতে বোঝায় কিছু সাধারণ জিনিস যেমন শ্রেণী কক্ষের উপকরণের জন্য কত টাকা ব্যয় করা হচ্ছে বা শিক্ষককে কত পারিশ্রমিক দেয়া হচ্ছে। অর্থনৈতিক উপাদানের ক্ষেত্রে অনেক ধরণের জটিলতা থাকে, যে সব কারণে নতুন পদ্ধতিতে পাঠদান করতে গিয়ে শিক্ষকরা অনেক সময় বিদ্যালয়ের পরিচালনা বোর্ডের সাহায্য পান না। শিক্ষণের জন্য যে জায়গা ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে ভৌত উপাদান। কিছু বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষগুলো অতিরিক্ত জনাকীর্ণ ও অগোছালো আবার কোথাও দেখা যায় শ্রেণীকক্ষে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে এবং অনেক আলো হাওয়া প্রবেশ করছে। তবে অর্থনৈতিক উপাদান অবশ্যই ভৌত উপাদানকে প্রভাবিত করে। মানবসম্পদ বলতে আমরা বুঝি ছাত্র/ছাত্রী বাবা-মা, বিদ্যালয়ের পরিচালকগণ কমিউনিটির লোকজন এবং শিক্ষকগণ এরা সবাই একটি সার্বজনীন শিক্ষণের উদ্দেশ্য লাভের জন্য একত্রে কাজ করে। শিক্ষকের একটি বড় কাজ হচ্ছে সবার সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

শিক্ষাদানের জন্য কি ধরনের অর্থনৈতিক ও ভৌত সম্পদসমূহ রয়েছে তা শিক্ষকের জানতে হবে। শিক্ষার সাথে অর্থনীতির কি সম্পর্ক এবং কিভাবে শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, সে ব্যাপারে বক্তব্য রাখার জন্য বাইরে থেকে অতিথি বক্তাকে নিয়োগ করা যেতে পারে। এখন আমরা শিক্ষণ পরিস্থিতিতে মানবসম্পদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবো।

Role of human Resources

মানব সম্পদের ভূমিকা

বেশ কিছু শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করেছেন। শিক্ষণ পরিস্থিতিকে চারটি উপাদানের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা যায়। এগুলো হচ্ছে উদ্দীপক, মডেল, আচরণের ফলাফল এবং কাঠামো। এই উপাদানগুলো সবসময় শিক্ষণ পরিস্থিতিতে অপরিবর্তিত থাকে। শুধু মানবসম্পদের পরিবর্তন হয়।

A Model for Organizing Human Resources

মানবসম্পদ সংগঠিত করার একটি মডেল

Barclay (১৯৭৮) শ্রেণীকক্ষে মানব সম্পদ সংগঠিত করার একটি মডেল তৈরি করছেন। আমরা এই সহজবোধ্য মডেলটি পছন্দ করি এই কারণে যে এটি শ্রেণীকক্ষে একটি শিক্ষার্থীকে দেখার চেষ্টা করেছে, পরিবারে শিশুকে বোঝার চেষ্টা করেছে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ভূমিকাকেও গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করেছে। এখন আমরা কিভাবে এই মডেলটি শ্রেণীকক্ষে, বাড়ীতে এবং শিক্ষকের জন্য কাজ করে তা আলোচনা করবো।

বিদ্যালয়ের কক্ষে মানবসম্পদের ভূমিকা

নিচের চিত্রে প্রত্যেকটি তীরচিহ্ন একট শিক্ষার্থী উপর প্রভাব দেখাচ্ছে। একজন শিক্ষার্থীর অতীত অভিজ্ঞতার সাথে সহপাঠী ও শিক্ষকের প্রভাব একত্র হয়ে তাকে প্রভাবিত করে। এই শক্তিগুলো কিভাবে আন্তঃক্রিয়া করে তা একজন শিক্ষার্থীর কার্যসম্পাদন পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়। শ্রেণীকক্ষের একটি শিক্ষার্থীকে কয়েক মিনিট পর্যবেক্ষণ করে এসম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ধরা যাক, শিক্ষার্থীটি যদি শ্রেণীকক্ষে ঢোকার সময় কোন কিছুর সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় এবং ব্যাগ থেকে তার সব জিনিস শ্রেণীকক্ষে ছড়িয়ে পড়ে যায় তাহলে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা হেসে উঠতে পারে।

শিক্ষক তখন যে পড়ে গেছে তাকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে যাবেন। বিভিন্ন ব্যাপারে শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া নিয়েও শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে থাকে। তাই শ্রেণীকক্ষের ভেতরে বিশেষ কোন শিক্ষার্থী তার সহপাঠীরা এবং শিক্ষকরা মিলে একসঙ্গে কাজ করে একটি একক বা অদ্বিতীয় আচরণের ধারা প্রতিষ্ঠিত করে। শিক্ষক অবশ্যই শ্রেণীকক্ষে এগুলোর প্রভাব বোঝার জন্য চেষ্টা করবেন।

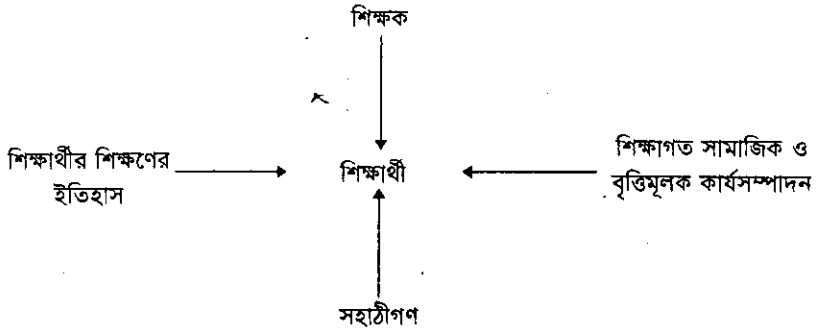

চিত্র ৪-১.১ শ্রেণীকক্ষে মানবসম্পদ সংগঠনের মডেল

বাড়ীতে মানবসম্পদের ভূমিকা

এই সহজ মডেলটি সত্যিকার জগতের সাথে সম্পর্কিত এবং এই সম্পর্ক দেখতে আরও জটিল মনে হবে। যখন এই মডেলটি কোন পরিবারের জন্য নতুন ভাবে লেখা হবে তখন বাবা-মা শিক্ষকের ভূমিকা নেবেন ভাইবোনদের সহপাঠীর ভূমিকা হবে এবং শিশু এই শক্তিগুলি (forces) দ্বারা প্রভাবিত হবে।

মানবসম্পদের ভূমিকা ও শিক্ষকের সঙ্গে এর সম্পর্ক

Resources and the Teacher

উপরের মডেলে একই ধরনের পরিবর্তন এনে শিক্ষকের সঙ্গে সম্পর্ক বর্ণনা করা যেতে পারে। এই নতুন পরিস্থিতিতে অন্যান্য শিক্ষকরা বন্ধুবন্ধবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, অধ্যক্ষ (Principal) শিক্ষকের ভূমিকা নেবেন এবং শিক্ষক এই শক্তিগুলি দ্বারা প্রভাবিত হবেন। কোন একটি অশুভ দিনে অধ্যক্ষ হয়তো কোন একজন শিক্ষক বা তার বন্ধুর উপর বিরক্ত হয়ে তাদের কোন কাজের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য বকাঝকা করতে পারেন। এই সহজ তারকার মত মডেলটি আরও জটিল হয়ে যাবে যখন আমরা শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে আসার আগে তাদের উপর পরিবেশের প্রভাব দেখিয়ে একটি মডেল আঁকার চেষ্টা করি এবং একই সঙ্গে তারা স্কুলে আসার পর এবং শিক্ষকের উপর পরিবেশের প্রভাব দেখাবার চেষ্টা করি।

শিক্ষক যদি শ্রেণীকক্ষের সব মানব সম্পদগুলোকে ঠিকমত সংগঠিত করতে পারেন তবে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন। কিছু কিছু সময়ে এই কাজটি পরিচালনা করতে গিয়ে শিক্ষককে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। যদি শিক্ষক এই কাজের ভার একা বহন করতে না পারেন তবে তিনি অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করতে পারেন। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকরা, অধ্যক্ষ এবং যাঁরা পরিচালনা বোর্ডে রয়েছেন তারা শিক্ষকের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারেন। কিছু কিছু শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের শিক্ষাসংক্রান্ত এবং আবেগীয় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে যা শিক্ষককে অনেক চিন্তা করে সমাধান করতে হয়। শিক্ষককে তাই তাঁর উদ্দেশ্য ঠিক রেখে চলতে হবে। তাঁকে মনে রাখতে হবে যে তিনি শিক্ষার্থীদের তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সম্পদের বরাদ্দ থাকবে তা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করার কৌশল দেখাবার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

সারমর্ম ঃ শিখন পরিস্থিতিতে বিরাজমান উপাদান হল অর্থনৈতিক, ভৌত ও মানবসম্পদ। মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ বিকাশে সাহায্য করবেন। শিক্ষক তার শ্রেণীকক্ষের সব মানবসম্পদকে ঠিকমত সংগঠিত করতে পারলে শিখন পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিখন পরিস্থিতির উপাদানগুলি কি কি?
২. শিখন পরিস্থিতিতে মানবসম্পদের গুরুত্ব কি?
৩. মানবসম্পদের ভূমিকার সাথে শিক্ষকের সম্পর্ক উল্লেখ করুন।

পাঠ ৪.২ সহপাঠীর দলকে পরিচালনা করা
[Managing Peer Groups]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষক কিভাবে শ্রেণীকক্ষে সহপাঠীদের দল সংগঠিত করবেন তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের দলের সংগঠন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- দলের আকারের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোট বা বড় দলে ভাগ করে পরিচালনা করতে চাইবেন। কিছু কিছু দল স্বাভাবিক ভাবেই সংগঠিত হয়ে থাকে, যেমন মেয়েরা একটি দল গঠন করতে পারে বা কোন ফুটবলের টিম একত্রে মিলিত হতে পারে। এছাড়াও শিক্ষক তাঁর শিক্ষাদানের কাজ পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্য ধরনের দলও গঠন করতে পারেন। শিক্ষককে অবশ্যই জানতে হবে স্বাভাবিক ভাবে তৈরি দল ও শিক্ষক দ্বারা তৈরি এই দুই ধরনের দলের সাথে কিভাবে তিনি কাজ করবেন।

সহপাঠীদের দলের বিভিন্ন ধরণ

আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বলতে পারি যে দল (gropus) হচ্ছে একটি জনসমষ্টি যা একটি সার্বজনীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একসঙ্গে কাজ করে। এই সংজ্ঞাটি বেশী বিস্তৃত (broad) এবং এটি যেমন একটি রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে সত্যি, তেমন একটি সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রেও সত্যি। আমরা আমাদের আলোচনা ছোট দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো যেখানে দুইজন বা তার চেয়ে কিছু বেশী লোক থাকতে পারে। শ্রেণীকক্ষের এই দলের সদস্যরা পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করে এবং তারা প্রতিযোগিতা করা বা একা কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এই দলগুলো সৃজনশীল উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যায়। এইগুলো সুসঙ্গতিপূর্ণও হয়ে থাকে। যখন কোন দল বা দলের কিছু কিছু সদস্য যথেষ্ট পরিমানে কাজ করতে অক্ষম হয় এবং বিশেষ কোন অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়, তখন বাধ্য হয়ে শিক্ষকের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। দলের সদস্যদের শেখাতে গিয়ে তাঁকে পরিচালনার (management) মডেল তৈরি করতে হয়। শ্রেণীকক্ষে দলকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচালনার কৌশল।

Group Assignments : Three Kinds

তিন ধরনের দলের সংগঠন

সকলেই ইচ্ছা করলে দলের মধ্যে কাজ করার অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে পারে। কোন একটি দলের সদস্য হবার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা প্রকাশ করাটা কোন দৈবঘটনা নয়। এক বা একাধিক ব্যাপারে তাদের পারস্পরিক পছন্দের ভিত্তিতে তারা মতৈক্যে পৌছাতে পারে। আমরা আমাদের পেছেনের দিকে তাকালে দেখতে পাবো খেলাধূলার ক্ষেত্রে বা গানবাজনার ক্ষেত্রে যাদের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা রয়েছে তারা কিভাবে স্বাভাবিক দল গঠন করেছে। আবার অন্যান্য দল বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত হতে পারে। শ্রেণীকক্ষের পরিচালক হিসাবে শিক্ষক নিম্নে বর্ণিত যে কোন একটি দল গঠনের কথা চিন্তা করতে পারেন।

একশ্রেণীভুক্ত দল

শিক্ষক শিক্ষাসংক্রান্ত উদ্দেশ্য লাভের জন্য একশ্রেণীভুক্ত দল গঠন করতে পারেন। তবে এই ধরনের দলকে নিয়ে কাজ করার সময় শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে, দলের সদস্যরা যেন একই উপায়ে কোন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। উদাহরণসরূপ যে দল কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অযোগ্যতার পরিচয় দেয়, তারা পরস্পরের কাছ থেকে খুব কমই শিখতে পারে। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে এই ধরনের দল কম কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করা হয়। কিন্তু গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী ও সামাজিক শিক্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী এই ধরনের দলের স্থায়ীত্ব খুব বেশী দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়।

ভিন্ন শ্রেণীভূক্ত দল

শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক কৌশলগুলো শেখাবার উদ্দেশ্যে ভিন্নশ্রেণীভূক্ত দল গঠন করা যেতে পারে। এই ধরনের দলে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে উচ্চ, মাঝামাঝি এবং নিম্নমর্যদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সমানভাবে মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে। এই ধরনের দলে যোগ্য এবং দক্ষ শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের কোন বিশেষ নৈপূন্য শেখার ব্যাপারে মডেল হিসাবে উপাস্থাপিত হতে পারে। শিক্ষকের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে এই ধরনের দল গঠন দলের সদস্যদের জন্য ফলপ্রসূ হতে পারে।

কাঠামোবদ্ধ দল

পরিশেষে শিক্ষক এমন একটি দলের কাঠামো তৈরি করতে পারেন, যেখানে একজন নিঃসঙ্গ শিক্ষার্থী এবং একটি বন্ধুসুলভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী শিক্ষার্থী একসঙ্গে কাজ করতে পারে। যে কম পড়তে চায় এবং বেশী পড়তে ভালবাসে তারা একসঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করতে পারে। তবে শিক্ষককে উপরে বর্ণিত তিন ধরনের যেকোন একটি দল গঠন করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং অনেক আগে থেকে পরিকল্পনা করতে হবে।

দলের আকার

দল গঠনের পূর্বে শিক্ষক দলের আকার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। দলের আকার খুব বড় না হলে ভাল হয়। ছয় থেকে বারজন সদস্য নিয়ে দল গঠিত হলে শিক্ষকের কাজ করতে সুবিধা হয়। অবশ্য একটি শ্রেণীতে শিক্ষককে একসঙ্গে প্রায় চল্লিশ জন বা তার চেয়ে বেশী ছাত্রছাত্রীকে পড়াতে হয়। দূভাগ্যবশত একটি দলে আর্দশ সদস্য সংখ্যা কত হওয়া উচিত সে ব্যাপারে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া দলের আকার শিক্ষণের উদ্দেশ্যের উপরও নির্ভরশীল শিক্ষার্থীদের নৈপুণ্যের উপর, শিক্ষণের বিষয়বস্তুর উপর, শিক্ষকের নৈপুণ্যের উপর এবং আরও অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

দলের আকারের ব্যাপারে অনেক ধরনের মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। একদিকে বলা হয় বড় দলের সমস্যা হচ্ছে এখানে ব্যক্তিবিশেষের উদ্ভাবনী শক্তি কমে যায় এবং দলের সুসঙ্গতিও (cohesiveness) কম থাকে। আবার বড়দলের সদস্যরা নানা ধরনের নৈপুণ্যের অধিকারীও হয়ে থাকে। অনেক দলের ক্ষেত্রে শিক্ষকরা সবচেয়ে কম নৈপুণ্য যাদের আছে তাদের চিহ্নিত করেন যেসব ব্যাপারে নৈপুণ্য কম রয়েছে সেখান থেকেই শেখানো শুরু করেন। শিক্ষকের এসব ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদশীল হতে হবে। ছোট দলে শিক্ষক প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর সঙ্গে কাজ করার জন্য বেশী সময় পাবেন এবং প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী পরস্পরের সাথে আন্তঃক্রিয়া করারও সুযোগ পাবে। এছাড়া শ্রেণীকক্ষে পিছিয়ে পড়ে থাকা শিক্ষার্থীদেরও ছোট দলের সদস্যরা সাহায্য করতে পারে। ছোট দলের সাথে কাজ করলে শিক্ষক তাদের কাছ থেকে তাদের অগ্রগতির ধারনা লাভ করার অনেক বেশী সুযোগ পাবেন। এটা দেখা যায় যে ছোট দলের মধ্যে থাকলে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশী প্রশ্ন করা ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং মনে কোন সন্দেহ থাকলে তা ভালভাবে জেনে নেবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ না শিক্ষার্থীরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষকরা তাদের প্রশ্ন করার জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকেন।

তবে ছোট এবং বড় দলের ব্যাপারে কিছুটা বিশেষ ব্যক্তির পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারও এসে যায়, যদিও এ নিয়ে বেশী বিতর্কের অবতারনা করা যায় না। কোন সমস্যা সমাধানের নৈপুণ্য দেখাবার জন্য শিক্ষকদের ছোট দল নিয়ে কাজ করা উচিত। তবে প্রাথমিক স্তরে বিশেষ কোন কৌশল আরম্ভ করার সময় বড়দলের সাথে কাজ করতে গিয়ে যদি শিক্ষক খুব অসুবিধার সম্মুখীন হন তবে ছোট দলের ক্ষেত্রেও একই সমস্যার উদ্ভব হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আর যদি বড় দলের কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, তবে ছোট দলের ক্ষেত্রে আরও বেশী সুষ্ঠুভাবে কাজ হবে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। আসলে শিক্ষণের পরিস্থিতিতে পরিচালকই সবচেয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষককে তাই পরিচালক হিসাবে অনেক আগে থেকেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং শ্রেণীকক্ষের মানবসম্পদকে সতর্কতা ও দূরদর্শিতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

সারমর্ম ঃ একজন শিক্ষককে তার শ্রেণীকক্ষে কমপক্ষে ৪০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে কাজ করতে হয়। উক্ত শিক্ষাদানের কাজ পরিচালনার উদ্দেশ্যে শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ছোট ছোট দলে ভাগ করতে পারেন। যেমন- একশ্রেণীভুক্ত দল, ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত দল ও কাঠামোবদ্ধ দল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষক কিভাবে শ্রেণীকক্ষে সহপাঠীদের দল সংগঠিত করতে পারেন?
২. সহপাঠীদের দলের সংগঠন কয় ধরনের হতে পারে?
৩. দলের আকার কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

পাঠ ৪.৩ শ্রেণীকক্ষে দল গঠন
[Developing a Group]

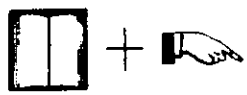

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শ্রেণীকক্ষে দল গঠনের বিভিন্ন ধাপগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- দলের আদর্শসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- দলীয় চাপের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দল গঠন করবেন। প্রাথমিক পর্যায়ে পড়তে শেখানো এবং অংকের কৌশল শেখানোর জন্য দলের ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরির কৌশল শেখানোর জন্য দল গঠন করতে হয়। এছাড়াও কোন ক্লাশ কমিটিতে কাজ করা, বিপদে কাউকে সাহায্য করার কৌশল জানতে হলেও দল গঠনের মাধ্যমেই তা সম্ভব।

যদিও প্রত্যেকটি শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি দলের আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য তবুও প্রত্যেকটি একই ধরনের ধাপ অতিক্রম করে এগিয়ে চলে। একটি দল গঠনের পাঁচটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে - নিরাপত্তার অনুভূতির বিকাশ, দলের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের ধারার বিকাশ, দলের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিকাশ, দলের ব্যক্তির সৃজনশীল সমর্থন করা এবং দলের অবলুপ্তি ঘটানো। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলঃ

নিরাপত্তার অনুভূতির বিকাশ

Developing Security

প্রথম ধাপে দলের সদস্যরা খুব সতর্ক থাকে। প্রত্যেকটি সদস্য দলের মধ্যে একটি স্থান পাওয়ার চেষ্টা করে। প্রথম দিকে দলের সবাই নীরবতা অবলম্বন করে। তবে দলের সদস্যরা যেখানে অবস্থান করছে, সেখানে নিরাপত্তার কোন অভাব হলে সবাই মিলে আলোচনা করে সেটার সমাধান করার চেষ্টা করে। শ্রেণীকক্ষে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহারের কৌশল অবলম্বন করে দল তৈরি করা সম্ভব। এই কৌশলটি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের প্রথমে বলতে হবে পাঁচজন করে একটি দল গঠন করতে। তাদের কাউক অন্যের সাথে কথা বলতে দেয়া হবেনা। ওদের বলা হবে যে খুব দ্রুততার সাথে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে। এগুলো হচ্ছে ঃ (১) নিজেকে অন্যের কাছে পরিচিত করা, (২) নিজের সম্পর্কে কিছু বলা, (৩) গুরুত্বপূর্ণ কিছু বর্ণনা করা এবং (৪) কোন আবেগের প্রকাশ ঘটানো। একটি ছোট দলে যেকোন একটি পর্যায় শেষ করতে দুই মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়। এটি করানোর পর দেখা গেছে শিক্ষার্থীরা পরেও নিজেদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় কথা বলে। যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, দলের ভেতর কি ঘটেছে তখন তারা বলেছে যে এখন তারা নিজেদেরকে দলের মধ্যে বেশী গ্রহণযোগ্য মনে করছে।

দলের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের ধারার বিকাশ

Developing Influence Patterns

একটি দলের মধ্যে সবাই যখন পরস্পরের সাথে কথা বলে, তারা একজন অপরজনের সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। প্রত্যেকেই এই ধারনা লাভ বা অভিমত পোষনের জন্য নিজস্ব কিছু নিয়ম মেনে চলে। আমরা নতুন পরিচিতদের জিজ্ঞেস "তুমি কোথায় থাকো?" "তোমার বাবা কি করেন?" "তোমার মা কি বাইরে কোন কাজ করেন?" এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দলের সদস্যদের পরস্পরের সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সাহায্য করে। যেসব সদস্যরা খুব বেশী প্রভাবশালী এবং পদমর্যাদার অধিকারী, তাদেরকে অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাশীলদের চাইতে বেশী কথা বলতে দেয়া হয়।

দলের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিকাশ

Developing Common Purpose

যখন প্রত্যেকটি সদস্য দলের অংশ হিসাবে কাজ করতে শুরু করে তখন ভাল কিছু ঘটে। উদাহরণস্বরূপ যখন কিছু লোকের মূল্যবোধ ও আদর্শের মধ্যে মিল থাকে তখন একাত্মতাবোধের সৃষ্টি হয়। দলের সসদ্যরা নিজেদের কার্যকলাপের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং পরস্পরের কাছে কাজের জন্য

কৈফিয়ত দান করে থাকে। এই সাধারন বন্ধন দলীয় উদ্দীপনা (group spirit) ও গৌরববোধের সৃষ্টি করে এবং এটি শিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয়। দলের এই সাধারণ উদ্দেশ্যের অনুভূতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সংহতি না থাকলে দলকে পরিচালনা করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে (Bany এবং Johnson, ১৯৭৫)। দলের সদস্যদের নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা দলের সাধারণ উদ্দেশ্য বিকাশের ধাপের সঙ্গে সম্পর্কিত। শিক্ষকদলের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের কথা আলোচনা করবেন এবং সবাই এই ধারণাটি হৃদয়ঙ্গম কারার চেষ্টা করবে। দলীয় সংহতির অনুভূতি দেবার উদ্দেশ্যে কিছু সহজ কাজ শিক্ষার্থীদের দিয়ে করানো যেতে পারে। এই কাজগুলোর কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। একটি হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের কিছু কাগজ সাজাতে হবে। এই কাগজগুলো পর্যায়ক্রমে সাজাতে হবে বলে দলের সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। আর একটি কর্মকান্ড হচ্ছে একটি 'জিগস' গল্প (jigsaw story)। এই অনুশীলনের ক্ষেত্রে একটি ছোট গল্প লিখে তা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হবে এবং প্রত্যেকটি সদস্য শুধু একটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে জানবে। এরপর সবাই একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ গল্পটাকে একসঙ্গে করবে। এই দুইটি কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে দলের সদস্যরা প্রত্যেককে সাথে একাত্মতা অনুভব করবে। শিক্ষক এই ধরনের আরও কর্মকান্ডের সাহায্যে সদস্যদের মধ্যে দলের প্রতি দায়িত্ব বাড়াবার প্রচেষ্টা করতে পারেন।

দলের সদস্যদের দলের প্রতি জবাবদিহিতার দায়িত্ব নেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করাটা দলের সাধারণ উদ্দেশ্যের আওতায় পড়ে। শিক্ষক দলের সদস্যদের একই ধরনের কর্মকান্ড করার জন্য উৎসাহ দেবেন, তাদের ব্যাপারে লক্ষ্য স্থির করার ব্যাপারে একমত হবেন, লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য রাস্তা ঠিক করবেন, সদস্যদের কাজ নির্ধারণ করে দেবেন এবং কেউ ভিন্নমত পোষণ করলে তা ঠিকমত মোকাবেলা করার চেষ্টা করবেন। শিক্ষণ পরিস্থিতিতে কোন দল নতুন গঠন করতে হলে অনেক পরিকল্পনা ও সংগঠনমূলক কাজ করতে হয়। যদি আগেই এই সমস্ত পরিকল্পনা না করা হয়, তবে শিক্ষক বেশ সমস্যার সম্মুখীন হবেন।

Supporting Individual Creativity

ব্যক্তির সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দেয়া

দল গঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজের কাজ নিজে করতে শেখে। এছাড়াও দলের সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে সদস্যদের প্রত্যেকের আলাদাভাবে নৈপূন্য বাড়ানো। উদাহরণস্বরূপ, কোন শিক্ষার্থীকে পড়ানোর উদ্দেশ্যে একটি দল গঠন করা যেতে পারে। তার দলের সদস্যরা অংকে ভাল করার জন্য কিভাবে কঠোর পরিশ্রম করা যায় সে ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা তার জন্য গ্রহণ করতে পারে। দলের একজন সদস্য থেকে অংক শেখাতে পারে এবং অন্য একজন সদস্য তার বাড়ীর কাজ দেখে দিতে পারে। তৃতীয় একজন সদস্য তার নাম মৃদুস্বরে ডাকতে পারে যখন সে ক্লাশে দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করে। শিক্ষক সত্যিই আনন্দিত হবেন যখন তিনি দেখবেন যে শিক্ষার্থীরা অন্যদের অগ্রগতির ব্যাপারে কতটা যত্নশীল হচ্ছে।

Ending the Group

দলের অবলুপ্তি ঘটানো

দলের একটা নিজস্ব সূর্যাস্তের নিয়ম আছে (sunset law)। কোন একটি শ্রেণীর গঠিত দলটি সারা বছর একইভাবে চলবে এমন কোন কথা নেই। আমরা সুপারিশ করবো যেই মাত্র কোন দলের শিক্ষণের লক্ষ্য অর্জিত হবে, সেই মুহূর্তে সংগঠনটি ভেঙ্গে দিতে হবে। এইভাবে একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের সহযোগীদের সাথে কাজ করার সুযোগ পাবে।

এই দল বা সংগঠন ভাঙ্গতে গিয়ে শিক্ষকের একটি কঠিন পরিস্থিতির সম্মূখীন হতে হবে কারণ দলের সবাই এর জন্য প্রস্তুত থাকবেনা। অনেক সময় শিক্ষার্থীর চোখের জল সামলানোর দায়িত্বও শিক্ষকের নিতে হতে পারে। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের একটি পর্ব শেষ করে অন্য একটি পর্ব শুরু করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শেখাতে হবে। যদিও দল গঠন করার সময় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী দুজনকেই কঠোর পরিশ্রম করে দল গঠন করতে হয়, শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের বোঝাতে হবে যে ভবিষ্যতে যখন

তারা বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাবে তখন নতুন পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং অন্যদের সাথেও পরিচিত হতে হবে।

দল গঠনের পাঁচটি ধারা পর্যালোচনা করে এটা সহজেই বোঝা যায় যে দলের একটা নির্দিষ্ট সময়কাল রয়েছে। দল স্বাভাবিকভাবে তৈরি হতে পারে আবার তৈরি করাও যেতে পারে। যদি শিক্ষক দল গঠন করেন তাঁকে দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যে অভিজ্ঞতা হবে সেটার জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিক ভাবে প্রস্তুত করতে হবে। দলের অন্তর্ভূক্তি শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দময় হকে পারে আবার হতাশাব্যঞ্জকও হতে পারে। শিক্ষককে এই মানবসম্পদকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে করে এটা সুসংগঠিত এবং উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন হয় এবং দলের সদস্যরা যেন এতে গৌরব অনুভব করতে পারে।

Groups Norms

দলের আদর্শসমূহ

একটি দলের ভেতরে দলের সদস্যদের মতাদর্শ এবং গ্রহণযোগ্য আচরণের উপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ কাঠামো তৈরি হয়। অনেক আনুষ্ঠানিক দলের ক্ষেত্রে রীতিনীতির কি মানদন্ড হবে তা লিখিত থাকে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেসব দলের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, সেখানে দলের প্রত্যাশাগুলি মৌখিকভাবেই প্রদত্ত হয়। বিদ্যালয়ে এবং শ্রেণীকক্ষে কিছু দলীয় আদর্শ অনেক বছর ধরে চলতে থাকে। আবার কিছু কিছু আদর্শ স্বল্পস্থায়ী হয়, কারণ সেগুলো হয়তো টেলিভিশনের কোন অনুষ্ঠান থেকে নেয়া হয়েছে। এছাড়া অন্য একটি আদর্শ, যেমন কলেজে ঢোকার জন্য সফলভাবে প্রস্তুতি নেয়াটা দলের একটি নিয়ম হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দলের আদর্শ হচ্ছে, দলের কাছে গ্রহণযোগ্য কিছু মানদন্ড বা নিয়মাবলী। দলীয় সদস্যরাই এই আদর্শগুলি তৈরি করে। তারা একই মনোভাব এবং প্রত্যাশা পোষণ করে। এই আদর্শগুলি চুম্বকের মত আকর্ষন করে সদস্যদের একটা সাধারণ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

Group Pressure Maintains Group Norms

দলীয় চাপ আদর্শ রক্ষা করে থাকে

দলীয় চাপ দ্বারা দলের আদর্শ আরোপিত হয়ে থাকে। যার দলভ্রষ্ট হয়ে গ্রহণযোগ্য আচরণের আওতায় বাইরে থাকে তারাও বিশেষ বার্তা পেয়ে থাকে। Wilson (১৯৫৯) একটি বিখ্যাত গবেষণায় বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের ফলাফল পরীক্ষা করে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন যে যারা কায়িক পরিশ্রম করে তারা যদি মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে তবে তাদের ছেলেরা মধ্যবিত্তদের মত তাদের লক্ষ্য স্থির করে। এই শিক্ষার্থীরা দলের কাছে গ্রহণযোগ্য সব আচরণই অনুকরণ করার চেষ্টা করে থাকে। যেমন শ্রেণীতে অংশগ্রহণ করা, শিক্ষকের দেয়া কাজ সমাপ্ত করা ইত্যাদি। Wilson এও দেখেছেন যে পেশাজীবিদের সন্তানদের আশা-আকাঙ্খার মাত্রা অনেক কমে যায় যদি তারা কায়িক শ্রমিকদের সন্তানদের স্কুলে পড়াশুনা করে। এটা প্রতীয়মান হয় যে আচরন, প্রকাশভঙ্গী ও মূল্যবোধ অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দলের সাথে মতৈক্য প্রকাশ করে। শিক্ষককে তাই দল গঠন করার সময়ে Wilson এর প্রাপ্ত ফলাফল মনে রেখে কাজ করলে ভাল হয়।

সহপাঠীদের শক্তি (peer force) যেটি অত্যন্ত প্রভাবশালী, সেই শক্তিটি শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা কর্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষকপ্রদত্ত কোন কাজ শেষ করার ব্যাপারে সহপাঠী কোন শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দিতে পারে। যেখানে দলের কোন সদস্য নিয়ম ভঙ্গ করে এবং দলকে এই কারণে দায়ী করা হয়, তখনও দলীয় চাপ ব্যবহার করা যেতে পারে। Barrish, Saunders এবং Wolf (১৯৬৯) একটি ভাল আচরণের শর্ত তৈরি করেছেন। শিক্ষণের এই কার্যক্রম প্রয়োগ করে তাঁরা দেখেছেন যে, যখন দলের একজন সদস্য কোন নিয়ম ভঙ্গ করে, তখন যদি সম্পূর্ণ দলকে কোন সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যায় তবে অসদাচরণ অনেক কমে যায়। ভবিষ্যতের শিক্ষকরা দলীয় আদর্শ এবং দলীয় চাপ আরও সুষ্ঠুভাবে দক্ষতার সাথে এবং কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

সারমর্ম ঃ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দল গঠন করতে পারেন। পড়তে শেখানো থেকে শুরু করে ক্লাস কমিটি গঠন সবক্ষেত্রেই দল গঠনের প্রয়োজন হয়। শ্রেণীকক্ষে দল গঠনের কতগুলি পর্যায় বা ধাপ রয়েছে। এগুলি হল - নিরাপত্তার অনুভূতির বিকাশ, দলের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের ধারার বিকাশ, দলে সাধারণ উদ্দেশ্যের বিকাশ, দলের ব্যক্তির সৃজনশীল সমর্থন করা এবং দলের অবলুপ্তি ঘটানো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণীকক্ষে দল গঠনের বিভিন্ন ধাপগুলি কি?
২. দলের আদর্শ বলতে কি বোঝায়?
৩. কিভাবে দলের সাধারণ উদ্দেশ্যের বিকাশ ঘটাবেন?

পাঠ ৪.৪ দলীয় আন্তঃক্রিয়ার ধারা
[Group Interaction Patterns]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শ্রেণীকক্ষে দলের ভেতরে যোগাযোগের ধারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দলের আন্তঃক্রিয়ার ধারার পরিমাপ উল্লেখ করতে পারবেন।
- দল গঠনের ব্যাপারে শিক্ষকদের জন্য কিছু সুপারিশমালা উল্লেখ করতে পারবেন।

একজন দায়িত্বশীল শ্রেণীকক্ষের পরিচালক হিসাবে শিক্ষক দলের সব সদস্যের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে চাইবেন। যতক্ষণ তারা পরস্পরের সাথে অন্তঃক্রিয়া করবে ততক্ষণ সম্ভবত একজন আর একজনের কাছ থেকে কিছু অন্তত শিখবে।

একটি শ্রেণীতে বা একটি দলে যোগাযোগের (communication) অনেক ধরনের ধারা গড়ে ওঠে। বিশেষ কোন শিক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক এই ধারাগুলো ব্যবহার করতে পারেন। নিচের চিত্রে দলের মধ্যে চার ধরনের যোগযোগের ধারা উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে, টেলিগ্রাফ লাইন, বক্তৃতা (lecture), চাকা (wheel), এবং জালের মত ছবি (network)। আমরা বুঝতে পারছি প্রত্যেকটি নমুনার ফলপ্রসূ যোগযোগের আলাদা আলাদা সুবিধা রয়েছে। শিক্ষক যখন কোন দলীয় প্রজেক্টের পরিকল্পনা করবেন, তখন তিনি ভাল শিক্ষণের জন্য যে কোন একটি নমুনা বেছে নেবেন। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে তাকে শিক্ষা উপকরণের সাথে এবং শিক্ষার্থীদের নৈপূণ্যের সাথে তার পরিচালনা কৌশলের মিল থাকতে হবে।

যোগাযোগের বিভিন্ন ধারা

T → S → S → S →

টেলিগ্রাফ লাইন

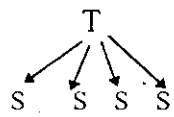

বক্তৃতা

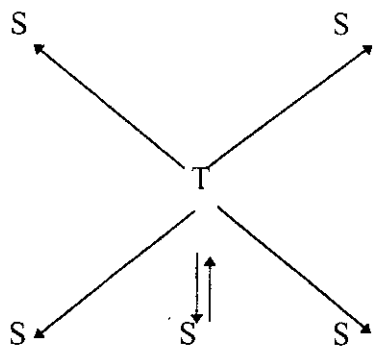

চাকা

আলোচনা

১. টেলিগ্রাফ লাইনে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তা বদলে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। তবে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে এটি ভাল কাজ করে। কারণ অল্প শাসনও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

২. বক্তৃতার মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সব শিক্ষার্থীরা একই সময়ে শিক্ষকের কথা শুনতে পায়।

৩. এই ধারায় যোগযোগ করতে হলে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর শিক্ষকের মাধ্যমে তা করতে হবে। যদি অংক করানোর সময় নামতা (tables) অনুশীলন করাতে হয় তবে শিক্ষক এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা সরাসরি শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করেনা, শিক্ষক তাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে থাকেন। মনোযোগ দেবার ফলে শিক্ষার্থীরা অন্য সহপাঠীরা কি করছে তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং শিক্ষক কিভাবে তাদের আচরনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে চাচ্ছেন তা বুঝতে পেরে উপকৃত হবে।

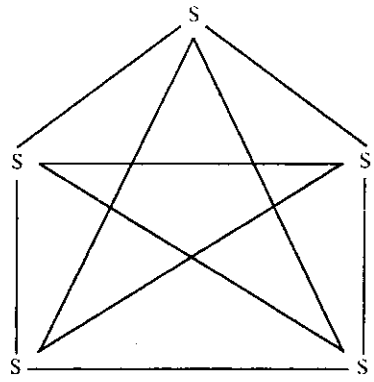

নেটওয়ার্ক

চিত্র ৪-৪.১

৪. যোগাযোগের এই ধারায় প্রত্যেকটি সদস্যের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ থাকে। কি বলা হচ্ছে সে ব্যাপারে প্রত্যেকটি সদস্যের সজাগ থাকতে হবে। এই ধরনের যোগাযোগে ব্যক্তির সন্তুষ্টি এবং শিক্ষণের সুযোগ সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে।

Measuring Group Interacting Patterns

দলের আন্তঃক্রিয়ার ধারার পরিমাপ

প্রায় ষাট বছর ধরে মনোবিজ্ঞানীরা ছোট দলের সংগঠন পর্যবেক্ষণ করে আসছেন। তাঁরা ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক দুরত্ব পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সময় ও প্রাণশক্তি ব্যয় করে দলের আন্তঃক্রিয়ার চিত্র উপস্থাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করেছেন, "কে তোমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু?", "কে তোমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিলে তুমি সবচেয়ে বেশি খুশী হবে?", বা "শ্রেণীতে কে সবচেয়ে ভাল ছাত্র?" অনেক সময় নিয়ে পারস্পরিক পছন্দের চিত্র, একপক্ষের পছন্দের চিত্র এবং যারা কারো পছন্দ নয় তাদের অবস্থান একেঁ শিক্ষক বা মনোবিজ্ঞানীরা দলের ম্যাপ একেঁছেন। এই কৌশলটিকে সমাজমিতি (sociometry) এবং চিত্রটিকে সোশিওগ্রাম (sociogram) বলা হয়। এই সম্পূর্ণ কাজটি বেশ সময়সাপেক্ষ। তবে যারা জানেন যে কিভাবে শ্রেণীকক্ষের নেতাদের সাথে এবং যারা নিজেদের আলাদা করে রাখতে পছন্দ করে তাদের সাথে কাজ করতে হয় তাদের জন্য এই সমাজমিতি একটি ভাল কৌশল।

দলের আন্তঃক্রিয়া বোঝার জন্য সহপাঠীদের মূল্যায়ন করা আরো একটি বিকল্প পদ্ধতি। সহপাঠীরা একে অন্যের ব্যাপারে কি অনুভব করে তা জিজ্ঞেস না করে বরং তাদেরকে অন্যের নৈপুণ্যের বিচার করতে বলা হয় (Barclay, 1978)। তিনি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের সহপাঠীদের সামর্থ যাচাই করার উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করেছেন, যেখানে প্রশ্ন করা হয়েছে "কে সবচেয়ে দ্রুত দৌড়ায়?", "কে নেতৃত্ব দেয়?" অথবা "কে বড় বড় কথা বলে?" Barclay বিশ্বাস করেন যে সহপাঠীরা একে অপরের বিশেষ নৈপুণ্যের সম্পর্কে ভাল মূল্যায়ন করতে পারে। তাঁর সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রের নাম হচ্ছে Barclay Classroom Climate Inventory (BCCI)। যখন শিক্ষক কোন ছোটখাট প্রজেক্টের পরিকল্পনা করবেন বা বাবামাকে নিয়ে আলোচনা করবেন তখন এই সহপাঠীদের সমর্থন সম্পর্কে তাঁকে ভালভবে জানতে হবে।

Guidelines for Teaching

শিক্ষকদের জন্য সুপারিশমালা

এরমধ্যে আমরা একটা কথা ভেবে অন্তত আশ্বস্ত হতে পারি যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে অনেক ভাবেই পৌঁছানো সম্ভব। এখন আমরা শ্রেণীকক্ষে দলকে সুবিন্যস্ত করার জন্য কিছু সুপারিশমালা প্রদান করবো।

দলকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো

- শ্রেণীকক্ষকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে করে শিক্ষক সম্পূর্ণ ঘরটি দেখতে পান ঃ একজন সচেতন শ্রেণীকক্ষ পরিচালক হিসাবে শিক্ষক প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে দেখতে চাইবেন। সাধারণত যদি চোখের যোগাযোগ (eye contact) ঘটে তা দ্বারা শিক্ষকের অনেক কিছু বোঝার সুযোগ ঘটবে। যেমন কেউ কোন কাজ শেষ করলে তার দিকে তাকিয়ে হাসা, শিক্ষক কোন কিছু বুঝতে

পেরেছেন তা চোখের ইশারায় বোঝানো ইত্যাদি। শ্রেণীকক্ষের নিরাপত্তা বিধানের জন্যও শিক্ষক বুঝতে চেষ্টা করবেন সেখানে কি ঘটতে পারে। কোন বিশেষ শিক্ষার্থীর সাথে ৩০ সেকেন্ডের কম সময় চোখের যোগাযোগ করলে ভাল হয়। এটা অনুশীলনের মাধ্যমে করা সম্ভব।

- শিক্ষককে একটি কর্মঅঞ্চল (action zone) প্রতিষ্ঠা না করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে ঃ Adam এবং Biddle (১৯৭০) শ্রেণীকক্ষের একটি অঞ্চলকে কর্মঅঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আমরা যদি আমাদের স্কুল জীবনের দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই মনে করতে পারবো যে আমাদের শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষের একটি বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে বিশেষ কয়েকজন শিক্ষার্থীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন। কোন শিক্ষকের কর্ম অঞ্চল কোনাকুনিভাবে বিস্তৃত, যেটা হয়তো ব্ল্যাক বোর্ডের বাঁদিক থেকে শুরু করে ক্লাসের ডানদিকে কোনা পর্যন্ত থাকে। যেসব শিক্ষার্থীরা এই অঞ্চলের মধ্যে থাকে শিক্ষক তাদের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কিছু শিক্ষক T এর আকারের কর্ম অঞ্চল তৈরি করেন। যেসব শিক্ষার্থী সামনের সারিতে এবং কক্ষের মাঝের দিকে বসে তাদের নিয়ে এই T আকারটি তৈরি হয়। কোন কোন শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের সামনের দিকে যেসব শিক্ষার্থী বসে তাদের প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়ে থাকেন কিন্তু পেছনের সারির শিক্ষার্থীদের অগ্রাহ্য করেন। এই কর্ম অঞ্চল বা action zone সব শ্রেণীকক্ষে হয়না, তবে শিক্ষক এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও এটা অনিচ্ছাকৃতভাবে ক্লাসে তৈরী হয়ে যায়। কাজেই শিক্ষককে সচেতনভবে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা নিজেরা কিভাবে দল গঠন করে তা শিক্ষক খেয়াল করবেন ঃ শ্রেণীকক্ষে কিছু দলগঠন শিক্ষকের দ্বারা হয়, আবার কিছু কিছু দল স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। শ্রেণীর বুদ্ধিমান ও সম্ভাবনাপূর্ণ ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত একসঙ্গে বসে। এই দলটি অনেক সময় শ্রেণীতে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। আবার এই দলের প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাব শ্রেণীকক্ষের সংহতি নষ্ট করে থাকে। অপরপক্ষে যেসব শিক্ষার্থীরা কম মনোযোগী, তারা শ্রেণীকক্ষের পিছন দিকে বসতেই বেশী পছন্দ করে। শিক্ষক এই শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে পারলে তাদেরকে তার কর্মঅঞ্চলে বা সামনের সারিতে বসাবার চেষ্ট করবেন। Rist (১৯৭০) কিন্ডারগার্টেন থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে সেখানে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আগত শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন দল রয়েছে এবং কিন্ডারগার্টেন এর শিক্ষকও সেটা লক্ষ্য করেছেন। দুই বছর পর দেখা গেছে যে তারা একই দলের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। শিক্ষকের উচিত হবে শিক্ষার্থীরা যাতে স্থায়ীভাবে সামাজিক শ্রেণীর শিকার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা।

- মাঝেমধ্যে শ্রেণীকক্ষের দলগুলোকে আবার নতুনভাবে সংগঠিত করা প্রয়োজন ঃ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের পরিচালক হিসাবে এই নির্দেশনাগুলি মেনে চলবেন এবং এর সাথে সাথে দক্ষতা ও কলাকৌশলও ব্যবহার করবেন। খুব বেশি নমনীয়তা সংহতি রক্ষায় বাধা প্রদান করে। দুই জনের বন্ধুত্ব কখনই সম্ভব হয়না যদি তাদের যোগাযোগ সব সময় না হয়। একইভাবে দলগুলোর মধ্যে যদি পারস্পরিক যোগাযোগ না হয় তবে আন্তঃদলেরও সংযোগ ঘটবেনা। যদিও এর জন্য বিশেষ কোন নিয়ম অনুসরণ করা সম্ভব নয়, তবে একই ধরনের দলীয় সংগঠন সারা বছর ধরে থাকলে সেটা সবার জন্য একঘেঁয়ে হয়ে যাবে। এই কারণে প্রত্যেক সিমেষ্টার শেষে বা ছয় সপ্তাহ পর পর নতুন করে দল গঠন করলে ভাল হয়। শ্রেণীকক্ষের পরিচালক হিসাবে শিক্ষক উপরে বর্ণিত নির্দেশাবলী নিজের লক্ষ্য অনুযায়ী আরও উপযোগী করে নিতে পারেন। দল গঠনের মাধ্যমে একজন সহযোগিতার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি সৃষ্টি হতে পারে এবং দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রমও সম্ভব হবে। মানবসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার দল গঠনের মাধ্যমে হয়ে থকে। সহযোগিতার সাথে কাজ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক দলের সদস্যদের নির্বাচন করতে পারেন। সঠিক ও কার্যকর দল গঠন সুচিন্তিতভাবে পরিকল্পিত পরিচালনা কৌশলের অংশ বিশেষ।

উপরের চিত্রে শ্রেণীকক্ষে ও খেলার মাঠে সহপাঠীদের সম্পর্কের ধারা দেখানো হয়েছে। শিক্ষককে এই শিক্ষার্থীদের অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। তাদের উৎসাহকে সংরক্ষন করে রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে করে শিক্ষাসংক্রান্ত, সামাজিক ও বৃত্তিসংক্রান্ত ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেজন্য তাদের নির্দেশনা দিতে হবে। শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার এই অংশটুকু শিক্ষকের জন্য সন্তুষ্টি ও আনন্দ বয়ে আনবে এবং সামাজিক শিক্ষণের তত্ত্ব সঠিকভাবে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানবসম্পদও কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

সারমর্ম ঃ একজন শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে শ্রেণীকক্ষের সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ যাতে নিশ্চিত হয়। শ্রেণীকক্ষে দলের ভেতরে শিক্ষার্থীরা বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করতে পারে। শ্রেণীকক্ষে দলকে সুবিন্যস্ত করার জন্য শিক্ষকের অনেক কিছু করণীয় থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণীকক্ষে দলের ভেতরে যোগাযোগের ধারা আলোচনা করুন।
২. কিভাবে দলের আন্তঃক্রিয়ার ধারা পরিমাপ করা যায়?
৩. দল গঠনের ব্যাপারে শিক্ষকরা কি করতে পারেন?

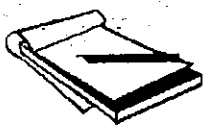

চূড়ান্ত মূল্যায়ন — ইউনিট ৪

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. শিক্ষক কিভাবে সহপাঠীদের দলকে পরিচালনা করবেন?
২. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কিভাবে দল গঠন করবেন? এক্ষেত্রে কি কি ধাপ অনুসরণ করা হয়?
৩. দলীয় আন্তঃক্রিয়ার ধারা বলতে কি বুঝায়?
৪. শিখন পরিস্থিতির উপাদানগুলি কি কি?
৫. শিক্ষক কিভাবে শ্রেণীকক্ষে সহপাঠীদের দল সংগঠিত করতে পারেন?
৬. শ্রেণীকক্ষে দল গঠনের বিভিন্ন ধাপগুলি কি?
৭. শ্রেণীকক্ষে দলের ভেতরে যোগাযোগের ধারা আলোচনা করুন।